তারিখ ... 3 JAN 2017 ...

যুগান্তর

স্কুল ভ্যানের তথ্য নেই থানায়
ঝুঁকিপূর্ণ শিশুর স্কুল গমন

প্রত্যেক পরিবারের শিশু সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে হয়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে শিশুর এ স্কুলযাত্রা ক্রমেই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। শিশু গুম, খুন আর কিডন্যাপের ঘটনা সমাজে নতুন কোনো বিষয় নয়। নিজেদের গাড়ি না থাকা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিবহন না থাকা, আর্থিক সচ্ছলতা না থাকাসহ নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে অভিভাবকদের অনেকেই বাধ্য হন তাদের আদরের সন্তানকে স্কুল কোচে তুলে দিতে। অথচ এ স্কুল কোচগুলোর কোনো তথ্য, অনুমোদন কিংবা দেখভাল করার মতো কেউ নেই। শিশুদের এ নিরাপদহীনতার বিষয়টি নিয়ে গত ১৯ জুলাই 'শিশুর ঝুঁকিপূর্ণ স্কুলযাত্রা' শিরোনামে প্রতিমঞ্চ পাতায় একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। কিন্তু এরপরও টনক নড়েনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের।

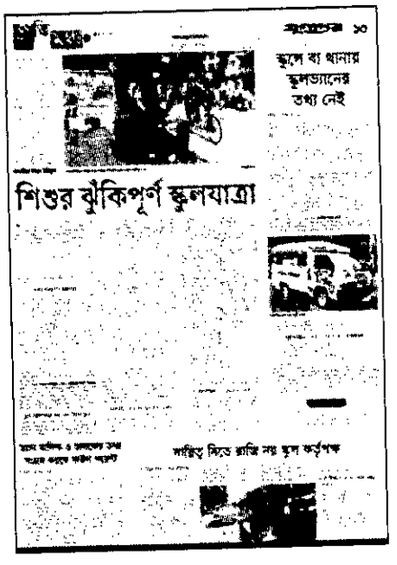

যুগান্তর ১০

স্কুলে বা থানায় স্কুলভ্যানের তথ্য নেই

শিশুর ঝুঁকিপূর্ণ স্কুলযাত্রা

সরেজমিন বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে দেখা যায়, ছোট্ট ভ্যানের ওপর চারদিকে লোহার খাঁচা বসিয়ে তৈরি করা হয়েছে স্কুল কোচগুলো। প্যাডলারচালিত কোচগুলোতে একটু আয়েশ করে সর্বোচ্চ ৪ শিক্ষার্থী বসতে পারে। সেখানে অর্থলোভী এক শ্রেণীর মহাজনের কারণে ঠাসাঠাসি করে বসানো হচ্ছে ৭ থেকে ৮ শিক্ষার্থীকে। ফলে প্রচণ্ড রোদ-বৃষ্টির আবহাওয়ায় বিপাকে পড়তে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। অনেক সময় ঠাসাঠাসি করে বসতে গিয়ে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ছেন তারা। আবার কোচের ড্রাইভার বাহনটি জোরে চালাতে গিয়েও ঘটাচ্ছেন নানা দুর্ঘটনা। লেগুনার মতো যন্ত্রচালিত বাহনগুলোতেও একই অবস্থা। ঠাসাঠাসি করে শিক্ষার্থী আনা- নেয়া করা হচ্ছে। আর রাজপথে লেগুনাগুলো চলে দুর্বার গতিতে। ফলে যে কোনো সময় ঘটতে পারে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা। লেগুনাগুলোতে মূলত যাতায়াত করে হাইস্কুল এবং কলেজপড়ুয়া ছেলেমেয়েরা। বসার পরিবেশ বেশ সংকীর্ণ হওয়ায় মেয়ে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। অনেক সময় শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয় মেয়েরা।

রাজধানীর উত্তরা, ধানমণ্ডি, বনানী, বেইলী রোড, মতিঝিল এলাকা ঘুরে বিভিন্ন স্কুলে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে শতকরা ৯০ ভাগের বেশি স্কুলে নেই নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা। দুই একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা থাকলেও সেটা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। উচ্চমূল্যের ওইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা পড়াশোনা করেন তাদের নিজেদেরই হয়তো একাধিক গাড়ি রয়েছে। তবে অধিকাংশ স্কুলের সামনেই রয়েছে ছোট ছোট ভ্যানগাড়ি। নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ আলী শিকদার শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে শংকা প্রকাশ করে যুগান্তরকে বলেন, স্কুল কোচের নামে যেসব ভ্যান ও লেগুনা রাজধানীতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পরিবহন করছে, সেগুলোর চালক বা নিয়ন্ত্রকদের বিস্তারিত তথ্য স্থানীয় থানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না থাকাটা চিন্তার বিষয়। কেননা চালকদের মধ্যেও কেউ জঙ্গি বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকতে পারে। তাই চালকদের পরিচয় নিশ্চিত না হয়ে বাচ্চাকে তাদের হাতে তুলে দেয়া নিরাপদ হবে না।